১ম পিরিয়ডঃ ১ঘন্টা। ক্লাসের সময় ছাত্ররা সবগুলো পয়েন্ট নোট করে নিবেন এবং ২য় পিরিয়ডে অন্যদের ক্লাস নেবার সময় যে সব ভুল হবে, তা বের করবেন।

২য় পিরিয়ডঃ ৪০ মিনিট (ছাত্র কর্তৃক ক্লাস নেয়া অনুশীলন)

নীতিমালা

৩। শিক্ষাদানের মোট ০৮ টি নীতি যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১/উদ্দেশ্য

২/পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

৩/আগ্রহ

৪/সরলতা

৫/মানসিক প্রস্তুতি

৬/নিশ্চিতকরণ (পর্যায় ক্রমে)

৭/শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ও বাচনভংগী

৮/সারমর্ম

৪। প্রশিক্ষককে অবশ্যই পাঠ্য বিষয়ের প্রত্যেক স্তরের উদ্দেশ্য জানতে হবে । প্রশিক্ষণ বিষয়ের অবশ্যই সীমিত অথচ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত। পরিকল্পনার পূর্বে প্রশিক্ষকের উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা ।

প্রশ্ন ঃ ১। পিরিয়ডের বা ক্লাসের শেষে আমি কি অর্জন করতে চাই ?

প্রশ্ন ঃ ২। যে সমস্ত বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?

এ গুলোর উত্তর একটি সঠিক উদ্দেশ্য বলে দেবে ।

২/পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

৫। সুপরিকল্পিত ও নিখুঁত ভাবে প্রস্তুতকৃত পাঠ শিক্ষানবিসদের মনে রাখায় ও বুঝতে সাহায্য করে । প্রশিক্ষকের উপস্হাপনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষানবিসদের, প্রশিক্ষকের সার্বিক মান সম্পর্কে ধারণা জন্মে । উপস্হাপনা সুন্দর হলে তা শিক্ষানবিসদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে । প্রস্তুতি শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় ।

৩/আগ্রহ

৬। আগ্রহ শিক্ষার উন্মেষ ঘটায় । প্রশিক্ষকের প্রধান কর্তব্য শিক্ষানবিসদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করা । আগ্রহ সৃষ্টি করায় ব্যর্থ হলে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ সফল হয় না । যাহোক নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহ আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয় ঃ

ক। কৌতুহল । কৌতুহল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এ কৌতুহলই মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে । নতুন কিছু করতে পারলে মানুষের মনে প্রশান্তি আসে ।

খ। বাস্তবমূখী । পাঠ্য বিষয় বাস্তবধর্মী হওয়া উচিত । কোন কাজ অনুশীলনের বা অভ্যাসের মাধ্যমে করা সম্ভব হলে তা শুধু মাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত নয় ।

গ। উৎসাহ । পাঠের উদ্দেশ্য জানা থাকলে তা কার্যকরীভাবে শিক্ষা লাভে শিক্ষানবিসদের সাহায্য করে । সর্বদা পাঠ শিক্ষার ভাল দিকটা প্রকাশ করা উচিত ।

ঘ। বৈচিত্র । এক ঘেয়েমী প্রশিক্ষকের প্রধান শত্রু, এটা শ্রেনীর মনোযেগে বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্য সর্বদা উপস্হাপনার নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ এবং তা বাস্তবের অনুরূপ পরিবেশে পরিচালনা করা উচিত ।

ঙ। প্রতিযোগিতা । যদি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠ ভাবে সংগঠন করা যায় তবে প্রতিযোগী মনোভাব শিক্ষানবিসদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে ।

চ। অনুপ্রেরণা । পাঠের সুষ্ঠু ও সফল প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষকের উচিত শিক্ষানবিসদের অনুপ্রেরণা দেয়া যাতে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ।

৪/সরলতা

৯। সর্বদা শ্রেনীর মান অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের জন্য সহজ সরল এবং বুঝতে সহায়ক ভাষা ও শব্দের ব্যবহার বাঞ্চনীয় । সরল শব্দের গঠিত ভাষা অনায়াসে কঠিন বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে ।

৫/মানসিক প্রস্তুতি

১০। প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ সফল করার জন্য শিক্ষনবিসদের মনের কথা বুঝতে হবে এবং তাদেরকে সহজভাবে বুঝানোর কৌশল জানা উচিত । শিক্ষানবিসদের বুঝে প্রশিক্ষক কর্তৃক সাহায্য করা উচিত । একজন প্রশিক্ষকের পাঠদান সঞান্ত কর্মকান্ড শিক্ষানবিসদের নিকট দৃষ্টান্ত মূলক হওয়া উচিত । এ জন্য একজন প্রশিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষানবিসদের প্রতি সদয় সহায়ক কিন্তু প্রয়োজনে কঠিন হওয়া ও উচিত ।

৬/নিশ্চিতকরণ (পর্যায় ক্রমে)

১১। প্রশিক্ষকের উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন শিক্ষানবিসগন পাঠ্য বিষয় বুঝতে ও শিক্ষালাভ করতে পারে । মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঠ্য বিষয় প্রত্যেক ধাপে সীমিত হওয়া উচিত । অতএব পরবর্তী ধাপে পদাপর্ন করার পূর্বে শিক্ষানবিসদের মনে রাখার ক্ষমতা যাচাই করা উচিত । ফলাফল প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের সাফল্যের মান নির্ণায়ক ।

শিক্ষাদান পর্ব সমূহ

১৩। শিক্ষাদান পর্বসমূহকে সাধারণতঃ পাচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা ঃ

ক। প্রস্তুতি । যে কোন কাজের জন্য একজন মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুতি নিতে হয় । কারণ প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজেই সাফল্য অর্জন করা যায় না । একজন প্রশিক্ষককেও তার প্রশিক্ষণ সূচী সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় । বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তাকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জোগাড় করতে হয় ।

খ। উপস্হাপনা। প্রস্তুতি যতই সুন্দর বা সুষ্ঠু হোক না কেন উপস্হাপনা যদি সুন্দর না হয় তাহলে একজন প্রশিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদেরকে পূর্ণজ্ঞানদান সম্ভব নয় । প্রশিক্ষক আলোচনার মাধ্যমে তার বিষয় বস্তুকে উপস্হাপন

করতে পারেন অথবা মহড়া এবং আলোচনা উভয়ের মাধ্যমেও উপস্হাপন করতে পারেন । তবে উপস্হাপন বিষয় বস্তুর ধরনের উপর নির্ভর করে ।

গ। ব্যবহারিক । আমরা জানি, যে কোন কাজ হাতে কলমে না করলে সম্পর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় । সেহেতু উপস্হাপনার পর ছাত্ররা যদি ব্যক্তিগত ভাবে বা দলগত ভাবে তা অনুশীলন করে তাহলেই পূর্ণজ্ঞান অর্জন সম্ভব ।

ঘ। নিশ্চিতকরণ । ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়ার পর কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা জানা একজন শিক্ষকের অবশ্যই কর্তব্য । প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে, অনুশীলনের মাধ্যমে অথবা পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা অবগত হওয়া যায় ।

ঙ। পুনরালোচনা । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো শিক্ষককে অবশ্যই পুনরালোচনা করতে হবে । সম্ভব হলে পূর্ণ বিষয় বস্তুর যে সমস্ত বিষয় ছাত্রদের জানা বিশেষ প্রয়োজন সে গুলো পুনরায় আলোচনা করবেন ।

প্রথম অংশ - উপস্হাপনা

৩। উপস্হাপনার পদ্ধতি । পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে সরেজমিনে ও হাতে কলমে অথবা ব্যবহারিক ভাবে কাজ করলে এবং যার মাধ্যমে শিক্ষানবিসগন দ্রুতগতিতে কার্যকরী ভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে এমন প্রশিক্ষণই হচ্ছে উত্তম । পদ্ধতি আলোচনা, মহড়া বা সব গুলোর সংমিশ্রনে উপস্হাপনা হতে পারে । উপস্হাপনা বলতে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত দুটো বিষয়কে বিবেচনা করা হয় ঃ

ক। ভূমিকা ।

খ। সারাংশ ।

৪। ভূমিকা । ভূমিকার মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও শিক্ষানবিসের মধ্যে যোগসুত্র স্হাপিত হয় । ভূমিকা শিক্ষানবিসদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে । পাঠে মনোনিবেশে বাধ্য করে এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। ভূমিকায় পাঠ্য বিষয়ের ভাল দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা বাঞ্চনীয় । কোন কোন সময় ভূমিকায় সম্পুর্ণ পাঠের পূনরাবৃত্তিও করা যেতে

পারে । যাহোক ভূমিকার জন্য সহায়ক কয়েকটি কার্যকরী বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক। একটি ভাল বওব্য বা উদ্ধৃতি ।

খ। পাঠ্যবিষয়ের সংগে সম্পর্ক আছে এরুপ আনন্দদায়ক বা মজার গল্প ।

গ। মহড়া, চলচ্চিত্র বা ছবি ।

ঘ। পূর্ববর্তী পাঠের সুত্র ।

৫। সারাংশ । প্রয়োজন অনুসারে পাঠের যে কোন স্হানে সারাংশ বলা যায় বিশেষতঃ যখনই ইতোমধ্যে পড়ানো অংশের কোন বিশেষ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন হয় । প্রত্যেক পাঠ সম্পুর্ন উপস্হাপনার পর সর্বদাই একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশের মাধ্যমে উপসংহার দিয়ে শেষ করা উচিত ।

৬। সারাংশ অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, তবে এ কোনঞমেই প্রশিক্ষনের পূনরাবৃত্তি নয়। সাধারনতঃ নিম্নলিখিত কারনে সারাংশ বাঞ্চনীয় ঃ

ক। বিশেষ বিষয়ের পুনরোল্লেখ ।

খ। গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে জোর দেয়া ।

গ। সম্ভব হলে জোরদার সমাপনী বওব্য রাখা ।

৭/শ্রেণী ব্যবস্হাপনা ও বাচনভংগী

ভূমিকা

১। প্রশিক্ষক পাঠ্য বিষয়কে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্হাপন করেন না কেন তা শিক্ষানবিসদের বুঝা কষ্টকর হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষার জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় । এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য শ্রেণী ব্যবস্হাপনা নিশ্চিতকরা । শ্রেণী ব্যবস্হাপনা হচ্ছে শিক্ষণীয় পরিবেশ সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের জন্য আয়ত্বাধীন ও কার্যকরী করার উত্তম পস্হা । কার্যককারী ভাবে বওব্যদান করার ক্ষমতা শুধু সামরিক নেতৃত্বের জন্যই প্রয়োজনীয় নয় বরং কার্যকরী শিক্ষাদান করার জন্যও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আকর্ষনীয়ভাবে বওব্য দান ক্ষমতা একজন শিক্ষকের সফলতার চাবিকাঠি । শিক্ষকের উচিত শিক্ষাদানের সময় তার বওব্য ও চিন্তাধারাকে যথাযথ ও আকর্ষনীয় ভাবে উপস্হাপন ও ব্যাখ্যা করা ।

প্রথম অংশ - শ্রেণী ব্যবস্হাপনা

বিবেচ্য বিষয়

৩। শ্রেণী ব্যবস্হাপনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় সমূহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহে আলোচনা করা হয়েছে ।

সময়ানুবর্তিতা

৪। প্রশিক্ষকের ঠিক সময় মতো পড়ানো শুরু ও শেষ করা উচিত । পাঠ্য বিষয় শুরু করার নির্ধারিত সময়ের পর প্রতিটি মিনিট দেরী করার জন্য শিক্ষানবিশদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং শেষ করার নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রতিটি মিনিট পড়ানোর সময় ক্রমান্বয়ে অধৈর্য হতে থাকে । এটা বিশেষতঃ আহারের সময়ের কিছু পূর্বের পিরিয়ড গুলোতে অনুধাবন করা যায় । অথবা যদি কোন দেয়াল ঘড়ি শ্রেণীর সম্মুখে স্হাপিত থাকে ।

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ

৫। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ প্রশিক্ষণকে সফল করার জন্য অনেকাংশে সাহায্য করে থাকে । কোন শিক্ষানবিশ অযথা শীতে কষ্ট করতে চায়না তবে তার অর্থ এই নয় যে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যকে ভূলে আরামদায়ক স্হানে শ্রেণী সংগঠন করতে হবে । বক্তৃতার বিষয়গুলো মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়ে আরামদায়ক অবস্হায় হওয়া উচিত এবং অনুশীলনের বিষয়গুলো বাস্তব অবস্হার অনুরুপ হওয়া প্রয়োজন ।

বিরক্তির পরিবেশ

৬। কোন শ্রেণী সংগঠনের পূর্বেই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে সকল প্রকার বিরক্তির পরিবেশ মুক্ত স্হানে প্রশিক্ষণ এলাকা ও ছাউনী নির্বাচন করা উচিত । যদি এসব অসুবিধা থেকে অব্যাহতি একান্তই না পাওয়া যায় এরুপ ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব বিরক্তির পরিবেশ এড়ানোর সকল চেষ্টা করা উচিত ।

প্রশিক্ষকের অবস্হান

৭।প্রশিক্ষকের অবস্হান মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রশিক্ষণ সাহায্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । প্রশিক্ষকের অবস্হান এমন হওয়া উচিত যাতে সকলেই প্রশিক্ষককে দেখতে ও শুনতে পায় । প্রশিক্ষকের জন্য ছাউনির ভেতরে মঞ্চ এবং বাইরে উঁচু ভূমি বা টিলা প্রভৃতি হবে আদর্শ স্হান তবে প্রশিক্ষক কিছু নিচু ভূমিতে থাকলে প্রশিক্ষকের অবস্হান শিক্ষানবিসগনের কাছ থেকে তূলনামূলক ভাবে দুরে হওয়া শ্রেয় ।

প্রশিক্ষকের কর্তব্য

৮। প্রশিক্ষকের জনা কতগুলো ধরাবাঁধা নিয়ম আছে যে গুলো প্রত্যেক প্রশিক্ষকের অবশ্যই করা উচিত। প্রশিক্ষকের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে তার সফলতা । প্রশিক্ষকের কতগুলো কর্তব্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলোঃ

ক। শ্রেণী সংগঠনের পূর্বে । প্রশিক্ষক অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয় গুলো পরীক্ষা করবে ও সুনিশ্চিত করবে ঃ

(১) নামের তালিকা, বসার ব্যবস্হা ও আসন পরিকল্পনা ।

(২) আলো ও বাতাসের ব্যবস্হা ।

(৩) শ্রেণীকক্ষের এবং এলাকার সাধারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ।

(৪) প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সুষ্ঠুভাবে রাখা ও ব্যবহার উপযোগী রাখা ।

(৫) বোর্ড, মুছনী, চক ও নির্দেশক ।

(৬) সহকারী (প্রয়োজন হলে) ও তাদের কাজ এবং দায়িত্ব ।

(৭) পাঠ পরিকল্পনা ।

(৮) প্রশিক্ষকের ব্যক্তিগত পোষাক পরিচ্ছদ ।

খ। <u>পাঠ চলাকালীন</u> । প্রশিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয় গুলো বিবেচনা করা উচিত।

(১) প্রশিক্ষক সাধারণতঃ দাঁড়িয়েই শ্রেণী সংগঠন করবেন ।

(২) শিক্ষানবিসদের সঠিক নামসহ সম্বোধন করবেন ।

(৩) আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষানবিসদের উৎসাহ দেয়া ।

(৪) শৃংখলা বজায় রাখা ।

গ। <u>পাঠ শেষে</u> । প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরিয়ে ফেলে বোর্ড মুছে শ্রেণীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবস্হায় রেখে শ্রেণী কক্ষ ত্যাগ করা উচিত ।

<u>দ্বিতীয় অংশ - বাচনভংগি</u>

<u>বাচনভংগির নীতি</u>

৯। নিম্নলিখিত নীতি সমূহ অনুসরন করা প্রয়োজন ঃ

ক। দৃষ্টি যোগাযোগ । দৃষ্টি যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে সর্ব প্রথমে শ্রেণীর সামনের শিক্ষানবিসদের প্রতি, পেছনের সারি এবং সর্বশেষে ডানে ও বায়ের শিক্ষানবিসদের দিকে তাকানো উচিত । কখনো একই দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে এই অনুভূতি দিতে হবে যেনো সে বুঝতে পারে যে শিক্ষক সরাসরি শুধূ তারই সাথে কথা বলছেন—সুন্নাহর খেলাফ

খ। কণ্ঠস্বর । শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষানবিসদের সাথে যোগোযোগের উত্তম মাধ্যম। অবিশ্বাস্য হলেও এটাসত্য যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে কণ্ঠস্বরকে উন্নত করা সম্ভব । যা বাচন ভংগির জন্যে অত্যন্ত সহায়ক ।

(১) কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা এবং স্বরকে সব সময় পরিবর্তনশীল রাখতে হবে । স্বরের তীক্ষ্ণতার বৈচিত্র্য, একঘেয়েমীকে দুর করে এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি করে । যদি ক্লাশে অনেকক্ষণ উচ্চস্বরে বক্তব্য রাখা হয় তা হলে শিক্ষানবিসদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ।

(২) এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেনো ক্লাশের প্রত্যেকে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় । কণ্ঠস্বর উচ্চ বা নিম্ন হওয়া নির্ভর করে ক্লাশের পঠনের উপর কখনো অধিক উচ্চস্বরে বা ফিস ফিস করে কথা বলা উচিত নয়।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহে জোর দেয়া উচিত । এর ফলে বক্তব্য সন্দর এবং ক্লাশের মনোযোগকে ধরে রাখতে সহায়ক হয় । এছাড়াও যে কোন বিষয়কে বুঝতে অধিক সহায়তা করে ।

(৪) বাক্যের মাঝে বিরতি, প্রশিক্ষণের আসল বিষয়কে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয় এবং শিক্ষানবিশদেরকে যে বিষয়ে বলা হয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করা ।

(৫) একটি বাক্যের শেষে কণ্ঠস্বর কখনো নিম্ন হওয়া উচিৎ নয় কারণ অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ শব্দ গুলো শেষেই থাকে ।

গ। শিক্ষানবিশরা ভালভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেই প্রশিক্ষকের সার্থকতা । বিষয়বস্তু বুঝতে না পারলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বিফলে যায় এবং শিক্ষানবিশগন তাদের সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ।

(১) শব্দ নির্বাচন । নিজেকে প্রকাশ করতে হলে শব্দকে সর্তকভাবে নির্বাচন করে স্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণভাবে বাক্যগঠন করতে হবে সঠিক স্হানে সঠিক শব্দের ব্যবহার সুন্দর বক্তব্যের চাবিকাঠি । সর্বদা সহজ ও সরল শব্দ ব্যবহার করা উচিত যাতে শিক্ষানবিশরা সহজে বুঝতে পারে ।জাওয়ামিউল কালিম

(২) বক্তৃতার গতি । শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর সরলতা বা জটিলতা এবং শিক্ষানবিসদের বুঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বক্তৃতার গতি । বক্তৃতার গতির বৈচিত্র্য স্বরের তীক্ষ্নতার তারতম্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ । বক্তৃতার গতি সাধারনতঃ প্রতি মিনিটে ৯০ থেকে ১৬০ শব্দ হওয়া উচিত ।রাসুল (সাঃ) এর খুতবাহরপ্রতিটা শব্দ গুনা যায়।

(৩) উচ্চারণ । শিক্ষকের অবশ্যই স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে হবে নতুন শব্দাবলী অতি ধীর গতিতে এবং অধিক পরিস্কারভাবে উচ্চারণ করা উচিত । কোন কোন ক্ষেত্রে এ সমস্ত শব্দ বানান করে এবং বোর্ডে লিখে দিতে হবে ।

(৪) বক্তৃতা ও চিন্তা । বক্তৃতা কখনো যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় । শিক্ষককে শুধু পরিস্কার এবং স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণ করলেই চলবে না বরং শব্দ নির্বাচন করে এমনভাবে সাজাতে হবে একটি বাক্য শেষ হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় বাক্য শুরু হবার মাঝে যে বিরতি সেখানে কখনও অর্থহীন কোন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় ।

যেমন ঃ আঁ ---------- ও ---------- ইত্যাদি ।

(৫) নোট । সর্বদা নোটকে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা ভাল । বক্তৃতা দেয়ার সময় কখনও নোট দেখে পড়া উচিত নয় ।

শ্রেণী বিবেচনা

১১। শিক্ষকের নিজের মধ্যে শ্রেণী মূল্যাযনের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত অর্থাৎ সব সময় সজাগ থেকে শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যাক্তির প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে । শ্রেণীতে কি হচ্ছে

তা শিক্ষকের জানা অবশ্য কর্তব্য। মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা উচিত শিক্ষানবিসরা সব সময়ে শিক্ষকের প্রতি ভালভাবে লক্ষা করছে কিনা ।

একজন ভাল বক্তার গুনাবলী

১২। ক। যে বক্তা দর্শক শ্রোতারদেরকে প্রভাবিত করতে পারে ।

খ। দর্শক, শ্রোতার অথবা শিক্ষাবিশদের উদ্দেশ্যেই কথা বলে ।

গ। শিক্ষানবিশদের সাথে সরাসরি কথা বলে ।

ঘ। এমন ভাষা ব্যবহার করে যা সহজে সকলের বোধগম্য হয় ।

ঙ। একটি বিষয় উপস্হাপন করার সাথেই পরবর্তী বিষয়ে চিন্তা করে ।

চ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেয় ।

ছ। বক্তৃতার বিরতির ব্যবহার করে ।

জ। পরিস্কার ভাবে স্পষ্ট করে কথা বলে এবং স্বরে তারতম্য ঘটায় ।

ঝ। বাচনভংগীর সঠিক ব্যবহার করে ।

৮/সারমর্ম

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করা, সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ রাখা।

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই ... (সূরা ইউসুফ, ১০৮)

যেমনঃ ক্লাসের বিষয়ঃ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ = এটা সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় নয়।

কিন্তু ‘‘বাংলাদেশে জিহাদ ফরজে আইন কি না?’’এটাসুনির্দিষ্টএকটাবিষয়।

২। আলোচনীয় বিষয়কে নোট করা।

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর ... (সূরা আনফালঃ ৬০)

৩। আলোচনীয় বিষয় যাচাই-বাছাই করা। কোন দলীল বাদ দেয়া যায়। কোনটা প্রয়োজনীয়। কতটুকু জরুরী। সময়ের ভিতরে শেষ হবে কিনা?

৪। আলোচনার বিষয়কে সময় সাথে ধাপে ধাপে ভাগ করে নেয়া।

৫। ক্লাসের প্রতিটি কথা / দলীল ইত্যাদি যেন ক্লাসের উদ্দেশ্যকে প্রমাণ করে।

৬। আমরা যা বলছি সেটাকে বাস্তব উদাহরণ দেয়া। শুধু উসুল বা দলীল এর মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকা।

৭। সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৮। প্রতিটি ধাপের পরে সেই ধাপ নিশ্চিত করা (সারাংশ বলা, প্রশ্ন করা, মুখস্থ করানো)

৯। ক্লাসের শেষে প্রশ্ন-উত্তরের ব্যবস্থা রাখা।

ex: বর্তমান সরকার মুরতাদ সরকার; জিহাদে আনসারের প্রয়োজনীয়তা– এই ক্লাসগুলোতে ক্লাসের ধাপে ধাপে ভাগ কিভাবে করবেন?

<u>বিষয় নির্বাচনঃ</u>

- আমাদের জীবনে সময় সীমিত, ইসলামের সকল বিষয়ে আলোচনা / ক্লাস নেবার সময় পাবো না, তাই বিষয় নির্বাচন করার দরকার আছে।
- যাতে ইদাদ পর্বের গাছে পানি ঢালে।